তারিখ — 9 MAY 2017
8 — ২

মাধ্যমিকে সাফল্যের সূচকে আঁচড়

মোহাম্মদ আবু নোমান

এবার এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল দেখে অনেকে কিছুটা বিস্মিত
হয়েছেন। কারণ ফেল করেছে অনেক বেশি পরীক্ষার্থী, জিপিএ-৫ কম ইত্যাদি।
এ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার ইংরেজি, গণিত, আইসিটি, ক্যারিয়ার শিক্ষা
বিষয়ের প্রশ্ন কঠিন হওয়ায় গড়পড়তা ফল খারাপ হয়েছে সব বোর্ডেই। অনেক
শিক্ষাবিদের মতে, নতুন পদ্ধতিতে উত্তরপত্র মূল্যায়ন, প্রশ্ন ফাঁস রোধ এবং
পরীক্ষা কেন্দ্রে কড়াকড়ির কারণে পাসের হার ও জিপিএ-৫ কমেছে। তবে
এটিকে নেতিবাচকভাবে দেখার কিছু নেই। এখন শিক্ষার্থীর পাশাপাশি
শিক্ষকদেরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষামন্ত্রীও জানিয়েছেন, উত্তরপত্র
মূল্যায়নে আগের পদ্ধতি ত্রুটিপূর্ণ ছিল। নতুন পদ্ধতিতে নম্বর দেয়ার কারণে
এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় তুলনামূলকভাবে অন্য বছরের চেয়ে বেশি
পরীক্ষার্থী ফেল করেছে। এর বাইরেও অন্য কারণ আছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে
হবে শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষকে।

পাসের হার বাড়লে স্বভাবতই অভিভাবক ও শিক্ষকরা খুশি হন। তবে মনে
রাখতে হবে, পাসের সঙ্গে যদি শিক্ষার মানের সংমিশ্রণ না ঘটে, তাহলে শিক্ষার
আসল উদ্দেশ্য পূরণ হবে না। মনে রাখতে হবে, রেজাল্টে পাস-ফেলের বিষয়
থাকবেই। পাসের হার ওঠানামা করতেই পারে। তবে শিক্ষার মান বৃদ্ধি পাচ্ছে
কিনা, সেটিই প্রধান বিবেচ্য। কেউ এসএসসি ও এইচএসসিতে ভালো ফল

করেও যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে যোগ্যতার প্রমাণ দিতে না পারে অথবা পরে
উচ্চশিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রে যদি মেধার স্বাক্ষর রাখতে না পারে, তাহলে বেশি
জিপিএ-৫ প্রাপ্তি বা পাসে লাভ কী?

পরীক্ষায় সৃজনশীলে এবার বাড়তি ১০ নম্বর যোগ হয়েছে। এমসিকিউতে ১০
নম্বর কমিয়ে আনা হয়েছে। এর প্রভাব পড়ছে ফলে। এমসিকিউর নম্বর পূর্ণরূপে
থাকলে সেটি গড় ফলেও প্রভাব পড়ে। এখানে ১০ নম্বর কমায় অনেক শিক্ষার্থীর
বিষয়ভিত্তিক নম্বর কম উঠেছে, যা তার প্রাপ্ত নম্বরে প্রভাব ফেলছে।

অভিযোগ রয়েছে, আগে পরীক্ষকরা দায়সারাভাবে খাতা দেখতেন। তাদের
মূল্যায়নের পার্থক্যও হতো অনেক বেশি। ফলে শিক্ষার্থীদের কেউ ক্ষতিগ্রস্ত
হতো, কেউ বাড়তি সুযোগ পেয়ে যেত। তা এবার হয়নি। এ বছর নতুন পদ্ধতির
কারণে সরকারের চাপে পরীক্ষকরা ঠিকমতো উত্তরপত্র দেখতে বাধ্য হয়েছেন
বলে সঠিক ফল এসেছে। এ ছাড়া এবার উত্তরপত্র অবমূল্যায়ন বা অতিমূল্যায়ন
রোধে বোর্ডগুলো বেশকিছু পদক্ষেপ নেয়। প্রণীত নমুনা উত্তরমালার আলোকে
উত্তরপত্র মূল্যায়নের জন্য পরীক্ষকদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হয়।
পরীক্ষকদের উত্তরপত্র মূল্যায়নে গুণগতমান যাচাইয়ে একটি প্রশ্নমালা
পরীক্ষকদের সরবরাহ করা হয়। এর প্রভাব পড়েছে ফলের সূচকে। ভালো বা
যোগ্য শিক্ষকদের দিয়ে উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে হবে। অভিযোগ রয়েছে—
অনেক ভালো শিক্ষক উত্তরপত্র মূল্যায়ন করতে অনীহা প্রকাশ করেন। এ জন্য
উত্তরপত্র মূল্যায়নে সম্মানী বাড়ানো জরুরি।

মোহাম্মদ আবু নোমান : *প্রাবন্ধিক, কালকিনি, মাদারীপুর*
abunoman72@ymail.com

পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.....................
তারিখ.....................
উপ. পরিসংখ্যান বিভাগ	
ডি.এস.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিস্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
১০/৫
স্বাক্ষর